42

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 AUG 1987 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত-কঠিন কাজ

বড্ড কঠিন কাজ হাতে নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিক্ষাদান নয়, সন্ত্রাস ঠেকানো এখন তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গন না হয়ে সন্ত্রাসাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। ঘটনাটি এক দিনের নয়, দীর্ঘদিনের।

দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন উপাচার্য প্রথম থেকেই সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। কখনও কখনও মনে হয়েছে নতুন উপাচার্য হয়ত সফল হয়েছেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাঁর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে সন্ত্রাস দমনে মাঠে নেমেছে। কিন্তু আবার দেখা গেছে সেই যৌথ উদ্যোগে চিড় ধরেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে গোলাগুলি হয়েছে। শঙ্কা ও ভয়ে সাধারণ ছাত্ররা হল ছেড়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন হচ্ছে? কেন ছাত্র সংগঠনগুলো কথা দিয়ে কথা রাখতে পারছে না। তাদের মধ্যেও বা এমন অনৈক্য কেন? লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনই অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্ষত-বিক্ষত। সংগঠনের নেতৃত্বের প্রশ্নও অশান্তি ডেকে আনছে শিক্ষাঙ্গনে। অর্থাৎ সমস্যাটি একেবারেই একর্কভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত নয় এবং সংকট এখানটায়ই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বছরের ইতিহাস ঘাটলে এই সংকটের রূপ প্রকাশ পাবে। বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ অর্থাৎ ডাকসুর নির্বাচনকালে এ রূপটি পরিষ্কার হয়ে উঠত। তখন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হত। অর্থাৎ শিক্ষা নয়, ছাত্র সংগঠনের নামে নির্বাচিত হওয়াই ছিল চরম লক্ষ্য। যে কোন কারণেই হোক সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই বাঁচতে চেয়েছেন, আর সেই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে মূলধন করে একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখাপড়া নয়, ছলে বলে কৌশলে নেতৃত্ব রক্ষাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঠিক সে যুগ না থাকলেও মোটামুটি সেই যুগের উত্তরাধিকার নিয়েই বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি অনমনীয়। সন্ত্রাস যে দলই করুন না কেন কাউকেই তিনি ক্ষমা করবেন না। উপাচার্যের এ বক্তব্য সকল মহলে অভিনন্দিত হবে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে উপাচার্যের দফতর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নয়। পুলিশ নিয়েও তার কাজ নয় এবং আটঘাট বেঁধে না নামলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি আনা সম্ভব নয়।

তাই এ সংকট দূর করতে হলে শিক্ষাঙ্গনেই সমাধান খুঁজতে হবে। ভর্তি, হলে আসন পাওয়া, হলের নিয়মানুবর্তিতা মানা, নিয়মিত পরীক্ষা দেয়া হতে হবে ছাত্রত্বের মাপকাঠি। এ মাপকাঠির ভিত্তিতে একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ-সুবিধা পাবার যোগ্য হবে। অন্যথায় সে ছাত্রত্ব হারাবে।

একথা সত্য যে, এ পদক্ষেপ নেওয়া সহজ নয়। এ পদক্ষেপ নিতে গেলে হোঁচট খেতে হবে প্রতি পদে পদে। তবুও এটাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। আমরা বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ধরনের পদক্ষেপ সকল মহল সমর্থন করবে। আমরা আরও মনে করি যে, দীর্ঘদিন পূর্বে গড়ে ওঠা কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটি ভেঙে টুকরো টুকরো করতে না পারলে শুধুমাত্র পুলিশের প্রহরায় শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। শিক্ষাঙ্গনের আইন-কানুন এবং বিধি-নিয়ম সঠিকভাবে চালু করতে পারলেই এ সংকটের সমাধান সম্ভব।